প্রবল স্রোতে ফেরি চলাচল ব্যহত, পাটুরিয়ায় যানবাহনের সারি

মানিকগঞ্জের পদ্মা-যমুনায় পানি বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ সেন্টিমিটার পানি বৃদ্ধি পেয়ে যমুনা নদীর পানি আরিচা পয়েন্টে বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এদিকে নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌ পথে ফেরি চলাচলে সময় লাগছে দ্বিগুণ। ফলে উভয় ঘাট পারে যানবাহনের দীর্ঘ সারির সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে নদীতে প্রবল স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে নির্ধারিত নৌ-পথ দিয়ে ফেরিগুলো চলাচল করতে পারছে না। স্রোতের বিপরীতে চলাচলে ফেরিগুলোর সময়ও বেশী লাগায় ট্রিপ সংখা কমে গেছে অনেক। ফলে পাটুরিয়া প্রান্তে দীর্ঘ হচ্ছে যানবাহনের সারি। ভোগান্তিতে পড়েছে আটকে পড়া যানবাহনের যাত্রী, চালক ও শ্রমিকরা।

বাংলাদেশ অভ্যান্তরীণ নৌ-পরিবহন করপোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)’র আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মো. জিল্লুর রহমান জানান, নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে ফেরি চলাচলে দ্বিগুণ সময় লাগছে। এছাড়া ফেরি স্বল্পতাও রয়েছে এ নৌবহরে। অপরদিকে মাওয়া-কাওড়াকান্দী রুটের গাড়ি এ পথে আসায় যানবাহনের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তিনি জানান, পাটুরিয়া-দৌলতাদিয়া নৌপথে ১৮টি ফেরির মধ্যে মাত্র ১২টি ফেরি দিয়ে যানবাহন পারাপার করা হচ্ছে। যে কারণে পাটুরিয়া ঘাটে যানবাহন পারের অপেক্ষায় রয়েছে। এই নৌরুটে ফেরির সংখা বাড়ানো না হলে জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারন করতে পারে। তবে ফেরি বাড়লে কোন সমস্যা থাকবে না।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সৌন্দর্য হারাচ্ছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স!

করোনার প্রাদুর্ভাবে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সৌন্দর্য হারাচ্ছে মুজিবনগর কমপ্লেক্স। ভাঙতে বসেছে বেশ কিছু অবকাঠামো। যথাযথ দেখভালের অভাবে এমনটি হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় অনেকেই। গত ২৬ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবে মেহেরপুরে অঘোষিত লকডাউন শুরু হয়।



এরপর থেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুজিবনগরসহ মেহেরপুরের সবকটি পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসন। যা এখনও চলমান রয়েছে। আসন্ন ঈদ-উল আযহাতেও বন্ধ থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন। দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার ফলে এবং ঠিক দেখভালের অভাবে সৌন্দর্য হারিয়েছে বেশ কিছু অবকাঠামো।

বিশ্বের দীর্ঘতম মানচিত্রের চারিপাশের লাইটের বক্স প্রায় সব গুলো ভাঙ্গা। আবার কোথাও কোথাও বৃষ্টির পানিতে ময়লার স্তুপ জমে আছে। পরিচর্যা নেই বাগানটিতেও। অযন্ত অবেহেলায় পড়ে আছে বেশ কিছু মৃত গাছ। সেই সাথে পুরো বাগানজুড়ে আগাছাই ভরপুর। এছাড়াও কমপ্লেক্সের ভিতরে মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠেও জমেছে হাটু পানি।

মুজিবনগরের স্থানীয় কয়জন ব্যক্তি জানান, দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকার ফলে অসাধু কিছু মানুষের আনাগোনা থাকে মুজিবনগরে। তারাই মূলত এইসব লাইটের বক্স গুলো ভেঙেছে। কয়েকজন আনছার সদস্য পর্যবেক্ষণে থাকলেও তাতে কোন লাভ হয়না। ১৭ এপ্রিল আসলেই মুজিবনগর সুন্দর ভাবে সাজানো হয়। আর ১৭ এপ্রিল শেষ হয়ে গেলে আগের মতই হয়ে যায়। কিন্তু মুজিবনগরের সুনাম ধরে রাখতে সারা বছরই কমপ্লেক্সটা সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ।

মুজিবনগর সৃতিসৌধ পরিচর্যাকারী সুভাস মল্লিক জানান, মুজিবনগর কমপ্লেক্স বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক স্থান। এই জায়গাটি সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে রাখা দরকার। কারণ এখানে দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটক আসে। এই জায়গাটি অপরিষ্কার থাকলে নিজের কাছেও খারাপ লাগে।

মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ নিরাপত্তায় থাকা আনসার ব্যাটেলিয়ান কমান্ডার জানান, গতবছর ১৭ এপ্রিলের সময় মুজিবনগর কমপ্লেক্স এ লাইটিং সহ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছিলো। কিন্তু ১৬ এপ্রিল বিশাল এক ঝড়ে সবকিছু ভেঙে এলোমেলো হয়ে যায়। তার পরে কিন্তু এই বছর করোনার কারণে সেইভাবে ১৭ এপ্রিল পালিত হয়নি। তাই সেভাবে মেরামত করা হয়নি। তবে এই বছরে গণপূর্ত থেকে মানচিত্রের দেয়ালে থাকা বাল্বগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে সারানোর জন্য বাল্ব খুলে নিয়ে যায়। কিন্তু অনুষ্ঠান না হওয়ায় পরবর্তিতে সেগুলো লাগানো হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি বলেন, এখানে দেখভালের জন্য একটাও লোকবল এখন নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আমি উপজেলায় নির্বাহী অফিসার হিসাবে যোগদান করার পর কিন্তু উপজেলা পরিষদ থেকে লেবার দেখে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পরিষ্কার করে আসছি। তাছাড়া করোনার কারণে সেভাবে পরিষ্কার করা হচ্ছে না। তবে আবার নতুন করে কমপ্লেক্স খুলে দেওয়া হলে সুন্দর ভাবে কমপ্লেক্সটি পরিষ্কার করা হবে। আর বাল্ব এর যে বিষয়টি আছে। সেগুলোর দায়িত্ব কিন্ত গণপূর্তর। আমি গণপূর্ত বিভাগের সাথে কথা বলবো যেন নতুন করে ভেঙে যাওয়া বাল্বগুলো আবার লাগানো হয়।

তবে ১৭ এপ্রিলের আগে সেগুলো লাগানো হয়েছিলো। ১৭ এপ্রিলের পর হয়তো বাল্বগুলো কেটে গিয়েছে কিংবা যেভাবেই হোক চুরি হয়ে যেতে পারে। আর এগুলো নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য আমাদের ৪০ জন আনসার ব্যাটেলিয়ন আছে। আমি তাদের সাথেও কথা বলবো যাতে করে নিরাপত্তা যেন আরও জোরদার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালাই সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ও দুস্থদের মাঝে সাহায্য

প্রদান

চুয়াডাঙ্গা জেলার কুলপালা গ্রামে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” নামের একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৫ ঘটিকার সময় কুলপালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে “পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন” সংস্থার উদ্বোধন করা হয়। সেই সাথে গরীব ও দুস্থ মানুষের মাঝে সাহায্যের হাত বাড়ানো হয়।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ‘পোর পিপলু ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন’র সভাপতি মোঃ রাজিব হাসান, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান, ক্যাশিয়ার রনি, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসেন, দপ্তর সম্পাদক নয়ন, প্রচার সম্পাদক পারিকুল ইসলাম প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানে দুইটি গরীব দুস্থ পরিবারের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। যাতে তারা কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী হতে পারে।

সভাপতি রাজীব হাসান জানান, আমাদের এই সংস্থাটির মূল লক্ষ্য গরীব দুঃখী মানুষের সাহায্য করা। আমরা গরীব, দুঃখী মানুষের পাশে সব সময় থাকবো।

সংস্থাটি এগিয়ে নেয়ার জন্য সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছেন ফাউন্ডার রাসেল হাসান,বিপুল হোসেন,ফরাদ হোসেন প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণের উদ্ধোধন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে “মুজিববর্ষে” সারাদেশে এককোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন ও সামাজিক বন বিভাগের

সমন্বয়ে বৃক্ষ রোপণ ও চারা বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃক্ষরোপণ শুভ উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিলারা রহমান। এসময় তিনি নিজ হাতে জনসাধারণের হাতে বৃক্ষের চারা তুলে দেন এবং সবাই কে মুজিববর্ষে অন্তত একটি করে চারা রোপনের আহবান জানান ।

সেই সাথে দামূড়হুদা উপজেলা ভূমি অফিসের পিছনের পরিত্যক্ত জায়গায় ফলজ বাগান করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার ভুমি মহিউদ্দিন সহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা বৃৃৃৃন্দ।

গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন

দীর্ঘ ১৬ বছর পর মেহেরপুরের গাংনী বাজার দারুর্চ্ছালাম জামে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী দারুচ্ছালাম জামে মসজিদে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটিতে সভাপতি হাজী মহসিন আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হুদা নির্বাচিত হয়েছেন।

প্রতি ৩ বছর অন্তর অন্তর কমিটির নির্বাচন হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সাথে নবনির্বাচিত কমিটির সদস্য সংখ্যা ২/৩ জন অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে নতুন কমিটিকেই দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ নতুন কমিটি নির্বাচনের প্রস্তাব ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক।

কমিটির অন্যান্য পদের সদস্যরা হলেন: সহ-সভাপতি হাজী আলফাজ আলী, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফুজ্জামান বাবু, কোষাধ্যক্ষ হাজী আবুল বাশার, সদস্য হাজী হাসানুজ্জামান, হাজী হাফিজুর রহমান মানিক, রবিউল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, হাজী জাহিদুল ইসলাম, হাজী আসাদুল আলম খোকন, ফজলুর রহমান, আনারুল ইসলাম বাবু ও সিদ্দিকুর রহমান।

এ সময় উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ, গাংনী থানা পুলিশের সেকেন্ড অফিসার এসআই হাবিবুর রহমান হাবিব, ইমাম রুহুল আমিন, মোয়াজ্জিন ইউসুফ আলীসহ প্রায় ৩ শতাধিক মুসল্লীগন উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর গাড়াবাড়িয়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ না থাকায় বিপাকে সাধারন মানুষ

মেহেরপুরের গাংনীর গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ভৈরব নদীতে ব্রীজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। নদীর ওপর ব্রিজ না থাকায় বিভক্তি করে রেখেছে গাংনী পুর্বাঞ্চল ও গাড়াবাড়িয়ার হিতিমপাড়ার পশ্চিমাঞ্চলের অন্তত বিশ গ্রামের মানুষকে। এতে স্কুল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াত করতে যেমন সমস্য তেমনি সমস্যা ওপারের কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পন্য শহরে আনতে। ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রীজ নির্মানের আশায় বুক বেঁধে আছেন দ’◌ুপারের ভুক্তভোগী হাজারো মানুষ।

মেহেরপুর জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং প্রধান নদী ভৈরব। ফানডেন ব্রো ১৬৬০ সালের দিকে তাঁর নকশায় দেখিয়েছেন-জলাঙ্গী ও চন্দরা নামে যে দুই সহোদরা প্রমত্তা পদ্মা থেকে বেরিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে, তারই একটি শাখা নদী জলাঙ্গী (পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত) একদা ভৈরব নামে চুয়াডাঙ্গার নিচ দিয়ে প্রবেশ করে যশোর খুলনার ভেতর দিয়ে গড়াই প্রবাহের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে ভৈরব। তেমনি ভাবে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সহ গাংনী উপজেলার গাড়াবাড়িয়ার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত ভৈরব নদী।

বিভিন্ন সরকারের আমলে বিবিন্ন সময় জনদুর্ভোগ লাঘবে ব্রিজ নির্মাণ করা হলেও প্রাচীন কাল থেকেই সমস্যা জর্জরিত গাড়াবাড়িয়া- হিতিমপাড়া ঘাটে ব্রিজ নির্মাণ হয়নি। চৈত্র-বৈশাখের দিকে পানি কমে গেলেও আষাড়ের শুুরুতেই পানিতে টৈই-টুম্বুর হয়ে ওঠে ভৈরব নদী। এ ভৈরব নদী তার নিজস্ব গতিতেই বহমান। কিন্তু মেহেপুর জেলার গাংনী

সরকার ও স্থানীয় জন-প্রতনিধিদের কাছে শতশতবার আবেদন করেও দু’পারের মানুষের ভাগ্য বদলাইনি। নদীপারে দাঁড়ালে মনে হয় একটি ব্রীজ দু’পারের মানুষকে বিভক্তি করে রেখেছে। নৌকার মাঝ বা সাঁকো নির্মানকারিকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা।

কাথুলী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলজার হোসেন জানান,গাড়াবাড়িয়া-হিতিমপাড়া ঘাঁটে একটি ব্রিজ নির্মানের দাবী দির্ঘদিনের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা সরকারের কাছে সংসদ সদস্যর মাধ্যমে দাবী করেছি ব্রিজ নির্মাণের জন্য।

তিনি আরো বলেন,ওপারে আমারও জমিজমা আছে সেখানে আবাদ করতে যেমন কস্ট হয় তেমনী পরিবহন খরচ পড়ে দ্বিগুন। কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, আমার ইউনিয়ন হিসাবে ব্রিজ নির্মাণের জন্য তদবীর চালিয়ে যাচ্ছি। মেহেরপুর-২ আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য এ বিষয়নিয়ে খুবই চিন্তিত হয়েছেন। এবং বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন জনগনের দাবী মেটানোর জন্য।

মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বলেন,আমার নির্বাচনী এলকা গাড়াবাড়িয়া-ভৈরব নদীর ওপর একটি ব্রজি নির্মাণ অতিবজরুরী। আমি উক্ত স্থানে একটি ব্রিজ নির্মাণের দাবী জাতীয় সংসদের অধিবেশনে দাবী উত্থাপনসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তবে ব্রিজ নির্মাণ হবে বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

এতে যা করার এবং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিজ নির্মাণ সম্ভব সে প্রক্রিয়াতেই গাড়াবাড়িয়া ও হিতিমপাড়া অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পুুরুন হবে।

জীবননগরে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামে তিন বছর বয়সী এক শিশুর খেলাচ্ছলে বাড়ির পার্শ্বে পরিত্যক্ত ডোবাতে পড়ে করুণ

মৃত্যু হয় বলে জানা যায়।

শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। জানা যায়, হাসাদাহ ইউনিয়নের বৈদ্যনাথপুর গ্রামের কওছার আলীর ছেলে একই ইউনিয়নের শ্রীরামপুর গ্রামের লাল মোহাম্মদের মেয়ে শারমিনের সাথে বিয়ে হয়।

বিয়ের পর থেকেই মনির হোসেন শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই থাকেন। মনির হোসেনের শ্বশুর বাড়িতেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। শাহার আলী মনির হোসেনের এক মাত্র ছেলে।

তার মৃত্যুতে মনির হোসেনের পরিবারের সকল সদস্যসহ এলাকায় এক শোকের ছায়া নেমে আসে।

করোনায় মৃত্যু ডা. রুমির দাফন নিজ গ্রামে

মুজিবনগরে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করা ডা. রুমির দাফন সম্পূর্ণ করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর নিজ গ্রামের কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শাখার ইসলামী ফাউন্ডেশনের সদস্যবৃন্দরা তার জানাজা করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উক্ত জানাজায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য, ডা. রুমি চলতি মাসের ৪ তারিখে করোনায় আক্রান্ত হলে পরদিন ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে তিনি কয়েকদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। পরে তার অবস্হার অবনতি ঘটলে ৮ জুলাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের আইসিইউতে নেওয়া হয়।

প্রায় ১৩ দিনের মাথায় তিনি গতরাতে মৃত্যুবরণ করেন।

তিনি মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান দারিয়াপুর গ্রামের বাসিন্দা মৃত আবু ইলিয়াসের ছয় ছেলে এক মেয়ের মধ্যে ডা. রুমি ছিলেন চতুর্থ সন্তান।

তিনি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মুজিবনগরের দাদপুর বিল এখন কৃষকদের মরণফাঁদ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দাদপুর বিলের পানিতে আশেপাশের ১০ থেকে ১২টি গ্রামের জমির ফসল পানিতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দাদপুর বিলের স্লুইচ গেট বন্ধ থাকায় স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে ছয় থেকে সাত ফুট পানির উচ্চতা বেশি হয়েছে।
যে কারণে আশেপাশের গ্রামের ফসলি জমিগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দু’একদিনের মধ্যে স্লুইচ গেট খুলে না দিলে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মহাজনপুর ইউনিয়নের গোপালনগরের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দাদপুর বিল। ১০৯ একর পরিমাণের এ বিলটি গ্রামের মৎস্যজীবীরা দীর্ঘদিন ধরে জেলা প্রশাসনের কাছে থেকে লিজ নিয়ে মাছ চাষ করে আসছিলেন।

কিন্তু গত বছর পূর্বের লিজগ্রহিতাদের না জানিয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউপি চেয়ারমান আমাম হোসেন মিলু কোমরপুর গ্রামের অনন্তু হালদার ও নগেন হালাদারকে ক্রমান্বয়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে গোপালপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি নামের একটি সমিতি গঠন করেন। পরে ওই সমিতির নামে ভ্যাট বাদে ১৫ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকায় লিজ গ্রহণ করেন।

আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি

ও আমাম হোসেন মিলু মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ক্ষমতার বলয়ে থেকে গোপালপুরের সাধারণ মৎস্যজীবীদিদের বঞ্চিত করে তাঁরা বিলটি লিজ নিয়েছেন বলে অভিযোগ গ্রামবাসীর।

কয়েকদিন ধরে অতিবৃষ্টির কারণে বিলটির পানি স্বাভাবিকের থেকে ৬/৭ ফুট উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আশেপাশের গ্রামের হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল পানির নিচে তলিয়ে গেছে। বিলটির প্রবেশমুখে যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজে নিচে কেটি স্লুইচ গেটের মাধ্যমে ভৈরব নদের সাথে পৃথক করা হয়েছে। স্লুইচ গেটটি খুলে দিলে বিলের পানি ভৈরব নদে মিশে গেলে ফসলের ক্ষতি থেকে কৃষকরা মুক্ত হয়। কয়েকদিন ধরে অতিবৃষ্টি হলেও এদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি লিজ গ্রহীতারা।

স্থানীয় চাষী জামিরুল ইসলাম জানান, তিনি দেড় বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছেন বিল সংলগ্ন ইছাখালীর মাঠে। তার পুরো ধান পানির নিচে ডুবে আছে। দুএকদিন থাকলেই সব মরে যাবে।

গোপালপুর গ্রামের দয়াল জানান, তার মরিচ আছে পনের কাঠা, কলা আছে এক বিঘা, দুই জমিতেই দুই ফুট করে পানি জমে আছে।
সাইদ জানান, তার সিম, মরিচ, পেঁপে চাষ রয়েছে। গোপালপুর গ্রামের মিঠুন জানান তার সাড়ে চার বিঘা জমিতে আবাদি ফসল সব ডুবে গেছে। একই গ্রামের আব্দুস সালামের দুই বিঘা জমির সিম ডুবে গেছে। কয়েকদিন ধরে বিলের মালিকদের বলার পরেও তারা পানি ছাড়ার ব্যবস্থা নেয়নি।

গোপালপুর গ্রামের কামরুল হাসান, নজরুল ইসলাম, খন্দকার মুনতাজ, বশির আহমেদ, আকুল মন্ডল। তাঁরা সবাই জানান, গোপালপুর গ্রামে প্রায় কয়েক হাজার বিঘা জমিতে ধান, পাট, সবজির চাষ আছে। যে গুলো ডুবে যাওয়ায় হুমকির মুখে রয়েছে। বাবলু বিশ্বাস ও মিলু চেয়ারম্যান লিজ নিয়ে অনন্ত হালদার ও নগের হালদারের নামে বিলটি চাষ করছেন।

জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি ও গোপলপুরের বাসিন্দা আব্দুল হামিদ জানান, পূর্বের লিজদাতাদের আপত্তি থাকলেও কিভাবে নতুনদের লিজ দেওয়া হয়েছে তা বোধগম্য নয়। বর্তমানে পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যানের সরাসরি তদারকিতে কোমরপুরের দুইজনকে দিয়ে কমিটি করে লিজ নিয়ে বিলটি চাষ করা হচ্ছে। নিজ গ্রামে বিলটি থাকার পরও মৎস্যজীবীরা বঞ্চিত হচ্ছে। একই সঙ্গে অতিবৃষ্টির কারণে গোপালপুর সাধারণ কৃষকদের ফসল নষ্ট হচ্ছে। যেটা

এর আগে কখনো হয়নি।

দাদপুর বিলের পূর্বের লিজ নেওয়া গোপালপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, স্লুইচ গেট আটকিয়ে রেখে সাধারণ চাষীদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দুই তিন দিনের মধ্যে পানি ছাড়া না হলে ধান,পাটসহ বিভিন্ন আবাদি সবজি সবগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আজ মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এ বিষয়ে আবেদন করেছি। দু’একদিনের মধ্যে স্লুইচ গেটের সব দরজা খুলে না দিলে গোপালপুরের সাধারণ কৃষকদের সাথে নিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে যাব।

লিজ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, ২৫ বছর যাবৎ এই বিল গোপালপুরের মানুষকে নিয়ে চাষ করে আসছি। অথচ আমাদের না জানিয়ে বা আমাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কিভাবে অন্যদের লিজ দেওয়া হলো তা বুঝলাম না। বিলটির লিজের সাথে মহাজনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু সরাসরি জড়িত । তার তত্ত্বাবধানে চাষ হচ্ছে।

দাদপুর বিল লিজ নেওয়া গোপালপুর মধ্যপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক নগেন হালদার হলেও তার বাড়ি পাশের কোমরপুর গ্রামে। তিনি বলেন, স্লুইচ গেট বন্ধ থাকার কারণে বৃষ্টির পানিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে এটা আমি দেখেছি এবং শুনেছি। আমি দুই চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস ও আমাম হোসেন মিলুকে বলেছি স্লুইচ গেটের পানি ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

বিল চাষ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা কার্যকরি কমিটিতে ২১ জন সদস্য আছি। কতজন শেয়ার আছে আমি বলতে পারবো না। দুই চেয়ারম্যান বাবলু বিশ্বাস ও মিলুর মাধ্যমে আমরা দাদপুর বিলে মাছ চাষ করছি। আমি এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারবো না।

মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান বিলের লিজ গ্রহণের কথা অস্বীকার করে বলেন, সার্কুলারের মাধ্যমে একটি মৎস্যজীবী সমিতি লিজ নিয়ে চাষ করছে। অতিবৃষ্টির কারণে কিছু ফসলি জমি ডুবে গেছে জানার পর স্লুইচ গেট খোলার জন্য মিস্ত্রি নিয়ে এসে কাজ করানো হচ্ছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম জানান, স্লুইচ গেট বন্ধ থাকায় আবাদি জমি প্লাবিত হয়েছে এটা শুনেছি। আজকের উপজেলা পরিষদের মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বিশ্বাসকে পানি ছাড়ার ব্যবস্থার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উসমান গনি জানান, কৃষকদের অভিযোগ পাওয়ার পর আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি। পানি জমে থাকার কারণে বহু জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। দু’একদিনের মধ্যে স্লুইচ গেট খুলে না দেওয়া হলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হবে। পাঁচটি গেটের মধ্যে তিনটি গেট যে কোন উপায়ে খুলতেই হবে। গেট খুলতে মিস্ত্রিরা কাজ করছে। আমি বিষয়টি তদারকি করছি।

রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলারদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য জিদানের

টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেতাব, একটি লা-লিগা, জোড়া উয়েফা সুপার কাপ, একটি ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপ। রিয়াল মাদ্রিদে তার কোচিংয়ের প্রথম ধাপে জিদানের সাফল্যের মাত্রা ছিল পূর্ণ। তৃতীয়বার রিয়াল মাদ্রিদকে ইউরোপ সেরা করে চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বিশ্বজয়ী সাবেক এই ফরাসি ফুটবলার।

কিন্তু গত মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদের মাঠের ফল খারাপ হওয়ার কারণে মাঝপথেই ফের ডাক পড়ে তার। প্রাণের চেয়ে প্রিয় ক্লাবের সেই ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি জিদান। কোনওরকমে গত মৌসুম শেষ করার পর নতুন বছর নিয়ে পরিকল্পনা তৈরিতে নেমে পড়েন তিনি। যার ফল চলতি বছরে পাচ্ছে লস ব্ল্যাঙ্কোসরা।

লকডাউন পরবর্তী টানা ৯ ম্যাচে জয়। এরপর এক ম্যাচ হাতে রেখেই স্প্যানিশ ফুটবল লিগের শিরোপা জিতল রিয়াল মাদ্রিদ। লিগের ৩৭তম রাউন্ডের ম্যাচে ভিয়ারিয়ালকে ২-১ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে জিনেদিন জিদানের শিষ্যরা। এটি রিয়ালের ৩৪তম লিগ শিরোপা। দুই মৌসুম পর আবারও শিরোপা পুনরুদ্ধার করলো গ্যালাকটিকোরা।

দ্বিতীয়বার হেড কোচ হিসেবে লা লিগা জয় করে জিদান বলেন, আমার ফুটবলাররা সেরা। ওরা প্রত্যেকেই ব্যালন ডি-অর জয়ের দাবিদার।

জিদান জানিয়েছেন, আমার মনে হয় আমার ফুটবলাররাই সেরা। বহু বছর ধরে করিম নিঃশব্দে দুরন্ত পারফর্ম করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকবারের মতোই একজনই ব্যালন ডি-অর নিয়ে যাবে আর বাকিরা কেবল মতামত পোষণ করবে।আমার দলের সকল ফুটবলারই ব্যালন ডি-অর পাওয়ার যোগ্য।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন